20

দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 DEC 1996
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নপত্র ঃ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

ময়মনসিংহের মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নপত্র তৈরি করার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে সরকার বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের মাসিক বেতন ভাতা (এমপিও) বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসককেও এ সম্পর্কে তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককেও এরকম উদ্ভট প্রশ্নপত্র তৈরির পর যথাযথ তত্ত্বাবধানে ব্যর্থতার ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি পাঠানোর জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক নির্দেশ দিয়েছে। খবর তথ্য বিবরণীর।

ময়মনসিংহের এ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে অপ্রাসঙ্গিক শব্দ দিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরির বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারী, কিন্তু কোন কোন সংবাদপত্র এমনভাবে খবরটি পরিবেশন করছে, যাতে মনে হয় সরকারই এ জন্যে দায়ী।

বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে কোন কোন রাজনৈতিক মহল পবিত্র ধর্মকে ব্যবহার করে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান ও কর্মসূচী তৈরি করে সরকারকে বিব্রত করার চেষ্টা করছেন এবং জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে উদ্দেশ্যমূলক ও সুপরিকল্পিতভাবে ইস্যু সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। ময়মনসিংহের একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশ্নপত্র সাজানো এবং এর প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন উস্কানিমূলক সংবাদ দুটোই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

ময়মনসিংহের ঘটনাটি সম্পর্কে সরকার প্রথম থেকেই সচেতন রয়েছে এবং প্রকৃত ঘটনা উদ্ধার করে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেশ ও সমাজের কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়। পরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠানে কেউ দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিলে তার বিরুদ্ধে সরকার অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে।